মাদ্রাসা শিক্ষায় দুর্নীতি

শাহীন রেজা

শরণখোলা। বাগেরহাট জেলার একটি থানা। একেবারে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা এ জনপদে আত্মীয়তার সুবাদে আমার যাতায়াত। বছর দু'য়েক আগে সেখানকার একটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য জানিয়েছিলেন স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিক। তাদের দেয়া তথ্যমতে একটি দাখিল মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ তার মাদ্রাসায় দু'জন শিক্ষককে ভুয়া নিয়োগ দেখিয়ে বছরের পর বছর তাদের বেতন তুলে আত্মসাৎ করেছেন। আর এ কান্ডটি করতে গিয়ে তিনি জাল করেছেন টিএনওসহ অন্যদের স্বাক্ষর। তার এ জালিয়াতি ফাঁস হওয়ার পর তাকে শোকজসহ চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়; কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই স্বপদে পুনর্বহাল হন। তার অপরাধ ধামাচাপা পড়ে যায়। সাংবাদিকরা আরও অভিযোগ করেছিলেন, উল্লিখিত মাদ্রাসায় অর্থের বিনিময়ে অসময়ে ছাত্র ভর্তি এবং চুক্তির মাধ্যমে তাদের পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়ার ঘটনাও নিয়মিত ঘটে। মাদ্রাসাটিতে দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্র থাকায় পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি তাদের জন্য এখন সহজতর ব্যাপার। এ ব্যাপারে প্রশাসনসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। মাদ্রাসা সুপারের অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সবকিছু ম্যানেজ হয়ে গেছে। শরণখোলার এ মাদ্রাসাটির মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অসংখ্য মাদ্রাসার চিত্রও একই। অদক্ষ শিক্ষক, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অপ্রতুল ছাত্রসংখ্যা, ভুয়া নিয়োগ, অবৈধ অর্থ আত্মসাৎ আজ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এমনটি হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ধর্মভীরু এ জাতির কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এ শিক্ষা ব্যবস্থাটি সরকারি উদারতার সুবাদে আরও গ্রহণযোগ্য ও ব্যাপক হতে পারতো।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে ব্যাপকতা লাভের অন্যতম কারণ ধর্মীয় চিন্তাচেতনা। মাদ্রাসায় ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারলে আল্লাহতায়ালার নৈকট্যলাভ সহজতর হবে– এমন একটি প্রচারণা ও বিশ্বাস আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনও বিদ্যমান। গ্রামের সহজ-সরল ধর্মভীরু জনগণ এ বিশ্বাসে আস্থা রেখেই তিনটি ছেলের মধ্যে অন্তত একটিকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। এ অবস্থার সৃষ্টি হয় অধিকাংশ পরিবারেই। তাদের ধারণা, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সদস্য পরলোকগত সদস্যদের জন্য দোয়া-খায়েরসহ অন্যান্য ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের মাধ্যমে তাদের পাপমোচনসহ পরকালবাসে শান্তি লাভে সহায়তা করবে। এ কারণে আমাদের গ্রামাঞ্চলে মাদ্রাসা স্থাপন ও মাদ্রাসা শিক্ষা এখনও ব্যাপক ও জনপ্রিয়।

'মাদ্রাসা' শব্দের অর্থ 'শিক্ষাদানের স্থান'। হযরত মুহম্মদ (সঃ) তার উম্মতদের ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত করার জন্য সর্বপ্রথম তার সাহাবা ছায়েদ-বিন-আকরামের বাড়িতে মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীর আদিতম এ মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয়েছিল ৬১৪ হিজরিতে, মক্কা নগরীর নিকটস্থ সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। বৃটিশ আমলে এ উপমহাদেশে মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য লর্ড হেস্টিংস-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৮০ সালে স্থাপিত হয় কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনার জন্য 'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' স্থাপিত হয়। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ছিলেন এ বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান।

বাংলাদেশে বর্তমানে মাদ্রাসার সংখ্যা কতো এ নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। সরকারি হিসেবে সারাদেশে ৫৭৮৫টি বেসরকারি মাদ্রাসা থাকার কথা উল্লেখ করা হলেও এর সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী উল্লিখিত মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার এবং শিক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ। আমাদের জাতীয় রাজস্ব বাজেটে বেসরকারি মাদ্রাসাগুলো বেসরকারি স্কুলগুলোর তুলনায় অনেক বেশি অনুদান লাভ করে থাকে। ১৯৯৬-৯৭ রাজস্ব বাজেটে দেশের ১১,৩৭০টি বেসরকারি স্কুলের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৫৪ কোটি টাকা আর মাত্র ৫৭৮৫টি বেসরকারি মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ ছিল ২২৭ কোটি টাকা।

মাদ্রাসা শিক্ষা সরকারিভাবে বেশি গুরুত্বলাভ করলেও এর শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও পাঠ্যক্রমগত বিশৃংখলা ভয়াবহ। প্রয়োজনীয় জবাবদিহিতার সুযোগ না থাকায় এবং প্রশাসনিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় এ মাদ্রাসাগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই অসৎ মাদ্রাসা শিক্ষকদের পকেটস্থ হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় সমান্তরাল একটি শিক্ষা ব্যবস্থা হলেও এর শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা ও শিক্ষা প্রদানের গুণগত মান নিয়েও রয়েছে যথেষ্ট সংশয়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার মাদ্রাসা শিক্ষক থাকলেও এদের মধ্যে মাত্র অল্পসংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বাকিরা সাধারণ সার্টিফিকেটসর্বস্ব। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাজার তিনেক মাদ্রাসা শিক্ষকও কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। এরা প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন তিন মাসের একটি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সে। মাত্র তিন মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ গুটিকয়েক শিক্ষকের শিক্ষাদানের মানও কতটুকু উন্নত হতে পারে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্ন রয়েছে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং প্রকাশনা নিয়েও। সাধারণ শিক্ষার নিম্ন স্তরে প্রতি বিষয়ে একটি বই থাকলেও মাদ্রাসা শিক্ষায় এবতেদিয়া বিভাগে প্রতিটি বিষয়ে ৪ থেকে ৫টি করে বই নির্বাচিত করা হয়েছে। এ সমস্ত বইয়ের মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কিছু বইয়ের লেখক আবার রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ও চিহ্নিত।

মাদ্রাসা শিক্ষায় রয়েছে পাঁচটি স্তর। এবতেদিয়া, দাখিল, আলেম, ফাজিল ও কামিল। এবতেদিয়া-প্রাথমিক শিক্ষার সমমান, দাখিল-এসএসসি, আলেম-এইচএসসি, ফাজিল-স্নাতক এবং কামিল স্নাতকোত্তর-এর সমমান। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দাখিল ছিল ৮ম শ্রেণীর সমমান। ঐ সালে দাখিলকে এসএসসি'র সমমানে উন্নীত করা হলেও পাঠ্যক্রমে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। এটি চলমান মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিরাট ত্রুটি।

মাদ্রাসা শিক্ষা এদেশের ধর্মভীরু জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত সমাদৃত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা হলেও সীমাহীন দুর্নীতিসহ মৌলবাদী রাজনীতির ভয়ংকর আগ্রাসী থাবায় এটি এখন নিষ্পেষিত। একদিকে পুষ্টিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা; অপরদিকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস এটিকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 'ভুয়া' শব্দটিকে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এখন আলাদা করার আর কোন উপায় নেই। 'ভুয়া শিক্ষক' দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, 'ভুয়া ছাত্র' দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, 'ভুয়া মাদ্রাসা' দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ চলছে নিয়মিত। অথচ এমনটি হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

শুরু করেছিলাম শরণখোলা দিয়ে। শেষও করতে চাই শরণখোলা দিয়েই। শরণখোলার সেই অধ্যক্ষ অদৃশ্য কারসাজিতে দুর্নীতির সাজা এড়িয়ে গেছেন। এভাবে সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার দুর্নীতিবাজ মাদ্রাসা অধ্যক্ষ ও শিক্ষক তাদের দুর্নীতি ধামাচাপা দিচ্ছেন, আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আর এভাবেই একের পর এক অন্যায়ের জন্ম হচ্ছে। একজন দুর্নীতিবাজের উল্লাস আরেকজনকে দুর্নীতি করতে উৎসাহিত করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে একদিন ধর্মীয় শিক্ষার এ সুবিশাল ক্ষেত্রটি দুর্নীতির একমাত্র আখড়ায় পরিণত হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সচেতন জনগণ মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় শংকিত। ধর্মব্যবসায়ীসহ দুর্নীতিবাজ ধর্মীয় লেবাসধারীরা এটিকে যেভাবে কলুষিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত হচ্ছেন তাতে শংকিত না হওয়ার কোন কারণও থাকতে পারে না। এ শিক্ষা ব্যবস্থাটির অতীত ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্যে অচিরেই এর সকল অসংগতি দূর করা প্রয়োজন। দুর্নীতিবাজ শিক্ষা আর সুচতুর ধর্মব্যবসায়ীদের কালো থাবা থেকেও একে মুক্ত করা দরকার। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত এলাকার মধ্যে অধিক মাদ্রাসা স্থাপন কঠোর হাতে দমন করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, একই সাথে দু'টি মাদ্রাসায় চাকরি করা ও বেতন গ্রহণ, ভুয়া ছাত্র ভর্তি, ভুয়া মাদ্রাসা স্থাপন রোধ করতে হবে। সমগ্র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রমের আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষাকেও যুগোপযোগী ও গতিশীল করে তুলতে হবে। অন্যথায় সরকারের কোটি কোটি টাকারই শুধু অপচয় হবে। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে শিক্ষার নামে অসংখ্য ধর্মীয় লেবাসধারী মূর্খ পন্ডিত তৈরির দায়িত্ব যেন এ জাতিকে আর বহন করতে না হয়। শুধু মিলাদ, ওয়াজ মাহফিল আর নামাজ আদায়ের জন্য হাজার হাজার যুবককে একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ না করে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তাদের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করার এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অবক্ষয়ের হীম শীতল স্পর্শ থেকে আমরা মুক্ত হতাম। এ পদক্ষেপ নেয়া কি সত্যিই কঠিন?